



49793 - ফতিরার পরমাণ এবং ফতিরা আদায় করার সময়কাল

প্রশ্ন

আমরা মরক্কোর একটি সংস্থার সদস্য। বর্তমানে বার্সেলোনাত বসবাস করছি। আমরা সদকাতুল ফতির বা ফতিরা কভিবে হিসাব করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মুসলমানদের উপর সদকাতুল ফতির (ফতিরা) ফরজ করছেন। আর তা হল এক স্বা' খজের বা এক স্বা' যব। মানুষ ঈদরে সালাতরে উদ্দেশ্যে বরে হওয়ার আগে তা আদায় করার আদেশে দিয়েছেন। দুই সহীহ গ্রন্থে (অর্থাত্ বুখারী ও মুসলমি) আবু সাঈদ আলখুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলছেন: “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সদকাতুল ফতির হিসাবে এক স্বা খাদ্যদ্রব্য অথবা এক স্বা' খজের অথবা এক স্বা' যব অথবা এক স্বা' কসিমসি প্রদান করতাম।” [বুখারী (১৪৩৭)]

একদল আলমে এই হাদীসে ব্যবহৃত ‘খাদ্যদ্রব্য’ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলছেন যে, তা হল গম। আবার অনেকে এর ব্যাখ্যায় বলছেন যে এর উদ্দেশ্য হল সে দেশেরে অধিবাসীগণ যা খায় তা গম, ভুট্টা, পার্ল মিলিটে (pearl millet) বা এছাড়া অন্য যাই হোক না কেন; এটাই সঠিক মত। কারণ ফতিরা হচ্ছে- দরদিরদের প্রতি ধনীদরদের সহানুভূতি। স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য হিসাবে বিবেচিত নয় এমন কিছু দিয়ে হকদারদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা কোন মুসলমিরে উপর ওয়াজবি নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে চাউল সৌদি আরবের প্রধান খাদ্য, উত্তম ও মূল্যবান খাদ্য। চাউল যবের চেয়ে উত্তম; যে যব দিয়ে ফতিরা দেয়া জায়গে মরমে হাদীসের ভাষ্যে সরাসরি উল্লেখ আছে। এর থেকে জানা গেলে যে, চাউল দিয়ে সদকাতুল ফতির আদায় করতে কোন দোষ নেই।

ফতিরার ক্ষেত্রে ওয়াজবি হচ্ছে- এক স্বা' খাদ্য প্রদান করা। যে স্বা' বা পাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহার করছেন সে স্বা' অনুযায়ী। সাধারণমাপের দুই হাতের পরিপূরণ চার মুষ্টি এক স্বাকের পূরণ করে। যমেনটি আলক্বামূস ও অন্যান্য আরবী অভিনি উল্লেখ করা হয়েছে। মটেরিকি পদ্ধতির ওজন এর পরিমাণ প্রায় ৩ কিলোগ্রাম। যদি কোন মুসলমি চাউল বা দেশীয় কোন খাদ্যদ্রব্যের এক স্বা' দিয়ে ফতিরা আদায় করেন তবে তা জায়গে হবে; যদিও সে খাদ্যের কথা এই হাদিসে সরাসরি উল্লেখ না করা হয়ে থাকে? এটাই আলমেগণের দুইটি মতের মধ্যে বেশি শক্তিশালী। আর মটেরিকি



পদ্ধতির ওজনরে হিসাবে প্রায় ৩ কলিগ্ৰাম দলিও চলবে।

ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-করীতদাস সকল মুসলমিরে পক্ষ থেকে ফতিরা আদায় করা ওয়াজবি। কনিতু গরুভস্থতি সন্তানরে পক্ষ থেকে ফতিরা আদায় করা ওয়াজবি নয় মরমে আলমেগণরে ইজমা (একমত) সংঘটিত হয়েছে। তবে তার পক্ষ থেকেও আদায় করা হলে সেটো মুস্তাহাব। কারণ উসমান রাদয়াল্লাহু আনহু থেকে এ ধরনের আমল সাব্যস্ত আছে।

ফতিরার খাদ্য ঈদরে নামাযরে আগাই বন্টন করা ওয়াজবি। ঈদরে নামাযরে পর পর্যন্ত দরেকি করা জায়যে নয়। বরঞ্চ ঈদরে এক বা দুই দিন আগে আদায় করে দলি কোন অসুবিধা নাই। এই আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি জানা গেলে যে, আলমেদরে বশিদ্ধ মতানুযায়ী ফতিরা আদায় করার সময় শুরু হয় ২৮ শে রমজান। কারণ রমজান মাস ২৯ দিনও হতে পারে। আবার ৩০ দিনও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ ফতিরা ঈদরে একদিন বা দুই দিন আগে আদায় করতেন।

ফতিরা প্রদান করার খাত হচ্ছে- ফকরি ও মসিকীন। ইবনে আব্বাস রাদয়াল্লাহু আনহুমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনর্থক কাজ ও অশ্লীলতা হতে পবিত্রকরণ এবং মসিকীনদের জন্য খাদ্যরে উৎস হিসেবে রোযা পালনকারীর উপর ফতিরা ফরজ করছেন। যে ব্যক্তি ঈদরে সালাতরে আগে তা আদায় করবে তা কবুলযোগ্য ফতিরা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদরে নামাযরে পর আদায় করবে সেটো সাধারণ সদকা হিসেবে গণ্য হবে।” [সুনানে আবু দাউদ (১৬০৯) এবং আলবানী এ হাদিসটিকে সহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে ‘হাসান’ বলে আখ্যায়িত করেছেন]

অধিকাংশ আলমে মতে খাদ্যরে বদলে খাদ্যরে মূল্য দিয়ে ফতিরা আদায় করলে তা আদায় হবে না। দলীলরে দকি থেকে এই মতটি অধিক শুদ্ধ। বরং ওয়াজবি হলো খাদ্যদ্রব্য থেকে ফতিরা আদায় করা। যতবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ আদায় করেছেন। উম্মতরে অধিকাংশ আলমে এ মতরে পক্ষ অবলম্বন করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যে তনি আমাদরেকে ও সকল মুসলমানকে তাঁর দ্বীনরে ফকিহ (প্রজ্ঞা) দান করেন, এর উপর অটল অবচিল থাকার তাওফিক দেন, আমাদরে অন্তরসমূহ ও কাজকর্মকে পরিশুদ্ধ করে দেন। তনি তো মহামহিম, পরম করুণাময়।” সমাপ্ত [মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায (বনি বাযরে ফতোয়া সংকলন) (১৪/২০০)]

শাইখ বনি বায রাহিমাহুল্লাহ এর মতে কলিগ্ৰামরে হিসাবে ফতিরার পরিমাণ প্রায় ৩ কলিগ্ৰাম। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগণও একই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (৯/৩৭১)

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ চাউল দিয়ে ফতিরা দেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন ২১০০ গ্রাম (অর্থাত্ ২.১ কলিগ্ৰাম) [ফাতাওয়ায যাকাত (যাকাত বিষয়ক ফতোয়া সংকলন), পৃষ্ঠা: ২৭৪-২৭৬]



ওজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই মতভেদের কারণ হল স্বা' হচ্ছে- পরিমাপের একক, ওজনকে একক নয়।

কিন্তু আলমেগণ ওজন দ্বারা হিসাব নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন কারণ সেটা হিসাব রাখার ক্ষেত্রে বেশি সহজ ও সুকৃষ্ট। এ কথা সবাই জানে যে, এককে শস্যদানের ওজন এককে রকম। এর মধ্যে কোনটি হালকা, কোনটি ভারী এবং কোনটি মাঝারি ওজন। বরং একজাতীয় শস্যদানের ওজনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। নতুন ফসলের ওজন পুরাতন ফসলের চেয়ে বেশি। তাই সতর্কতাবশতঃ কউ যদি কিছুটা বেশি আদায় করে তবে সেটা বেশি নিরাপদ ও উত্তম।

'আল-মুগনী' গ্রন্থের খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৬৮ দেখুন। সেখানে ফসলের যাকাতের হিসাব উল্লেখ করতে গিয়ে ওজনকে এই হার উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।